খেলা Twelve Uttarbanga Sambad 2 November 2023 Jalpaiguri


শুভেচ্ছা

জন্মদিন



☺ নিহিরা (মিষ্টি) : আনন্দে উল্লাসে কাটে যেন তোমার প্রতিটি দিন, আশীর্বাদ জানাই আজ তোমায় শুভ জন্মদিনে। মা, বাবা, দু, ডাকুন, পিপি, দাদাভাই, কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি।


# আবেগতাড়িত শচীন হাঁটলেন স্মৃতির সরণিতে

সঞ্জীবকুমার দত্ত

**মুম্বই, ১ নভেম্বর :** নামাঙ্কিত স্ট্যান্ড আগেই ছিল।

আজ নিজের ক্রিকেটের আঁতুড় ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বসল ব্রোঞ্জের তৈরি ১৪ ফুটের মূর্তি। নিজের নামাঙ্কিত স্ট্যান্ডের পাশে। চেনা শটের বাহারি স্টাইলে শচীন তেন্ডুলকারকে নিখুঁত দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন স্থানীয় প্রতিভাবান শিল্পী প্রমোদ কাম্বলি। এদিন বিকেলে মাস্টার ব্লাস্টারের উপস্থিতিতে সাড়ম্বরে শচীন–মূর্তির উন্মোচন।

স্ত্রী অঞ্জলি, কন্যা সারাকে নিয়ে নিজের ক্রিকেট কেরিয়ারের আঁতুড়ে প্রবেশ করেন। লাল কার্পেটে হেঁটে বিশেষ মঞ্চে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি শারদ পাওয়ার। বোর্ড সচিব জয় শা, রাজীব শুক্লা ছাড়াও মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা।

গত এপ্রিলেই শচীনের পঞ্চাশতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে মূর্তির পরিকল্পনা নেয় মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। আজ অপেক্ষার অবসান। বান্দ্রার 'তালমন্ত্র' গ্রুপের প্রায় শ'খানেক শিল্পী মহারাষ্ট্রের ট্র্যাডিশনাল ড্রামের তালে গোটা ওয়াংখেড়ের চেহারা বদলে দেয়। তারমধ্যে বোতাম টিপে মূর্তি উন্মোচন। আতশবাজির আলোয় শচীন–মূর্তির বরণ। পিছনে থেকে 'শচীন, শচীন' আওয়াজ।

২০১৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়াংখেড়েতেই কেরিয়ারের অন্তিম এবং দুশোতম টেস্ট খেলেছিলেন। ক্রিকেটকে আলবিদা জানানোর দশ বছর পর নিজের প্রিয় মাঠে এহেন সম্মানে আপ্লুত শচীনও। শিল্পী প্রমোদ মূর্তি তৈরির আগে শচীনের সঙ্গে কথা বলেন। মাস্টার ব্লাস্টারের ইচ্ছেমাফিক ফ্রন্টফুটে 'বাপি বাড়ি যা' মেজাজে বলকে গ্যালারিতে ফেলার পোজই চূড়ান্ত হয়। উন্মোচিত ব্রোঞ্জের মূর্তিতে যার সঠিক প্রতিফলন।

অনুষ্ঠান শেষে স্মৃতির সরণিতে ভাসলেন শচীন। ১৯৮৩ সালে ভারত–ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ দেখতে প্রথমবার ওয়াংখেড়েতে এক বন্ধুর সঙ্গে পা রেখেছিলেন। বয়স সবে ১০। তারপর সময়ের চাকা ক্রমশ এগিয়েছে। ১৯৮৭–তে বিশ্বকাপে বলবয়ের দায়িত্ব। কপিল দেব, সুনীল গাভাসকারদের সামনাসামনি থাকা–হাতে যেন চাঁদ পাওয়া। সাজঘরের একেবারে পাশে দায়িত্ব। সুযোগ মেলে ড্রেসিংরুমে ঢোকারও।

পরের বছরই মাত্র পনেরোতে মুম্বই রনজি ট্রফি দলে ডাক। নিজেকে ঘষেমেজে নিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছেন ওয়াংখেড়েতে। সেই মাঠে নিজের নামে স্ট্যান্ড, মূর্তি। বিশাল সম্মান, জানিয়েছেন শচীন। বলেছেন, 'ওয়াংখেড়েতে পা রাখলে হাজারো ছবি মাথার মধ্যে ভিড় করে। প্রথমবার যখন টেস্ট দেখতে এসেছিলাম, নর্থ স্ট্যান্ডে বসেছিলাম। প্রথম দিন থেকেই এই স্ট্যান্ডের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল। সেখানে আমার মূর্তি বসা গর্বের মুহূর্ত।'

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সতীর্থ, মাঠকর্মী, এমসিএ কর্তাদের প্রতি। শচীনের মতে,, 'মুম্বইয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী দলে সুযোগ পাওয়া সম্মানের। সবসময় মুম্বইয়ের খেলা উপভোগ করেছি। আর তার প্রস্তুতিতে সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।' বিশ্বমানের পরিকাঠামো পেয়েছেন। যার জন্য কৃতজ্ঞ। সতীর্থদের সহযোগিতা, সমর্থন ছাড়া আজ তিনি যে জায়গায় রয়েছেন, তা সম্ভব হত না।

## ওয়াংখেড়েতে বসল ব্রোঞ্জমূর্তি



*ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বুধবার শচীন তেন্ডুলকারের ব্রোঞ্জের মূর্তি উন্মোচিত হল। সেই মূর্তির রেপ্লিকা হাতে মাস্টার ব্লাস্টার।*

# শুক্রবার রোহিতদের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ



অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

**কলকাতা, ১ নভেম্বর :** দাদা, একটা টিকিট হবে নাকি?

বিকেলের দিকে রেড রোড পার করে ময়দানের মাঝখান দিয়ে হেঁটে সিএবি–তে ঢোকার মুখে অন্তত চার–পাঁচজনের গলায় টিকিটের আকুতি কানে এল।

সামান্য সময় পর ক্রিকেটের নন্দনকাননের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে হাজির হয়ে দেখা গেল একই ছবি। অন্তত শ–খানেক মানুষ হাজির। সবারই লক্ষ্য রবিবারের ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের মহার্ঘ টিকিট। কিন্তু কোথায় টিকিট? সব চাইলেই তো আর সহজে মেলে না। এমনকি ধৈর্য ধরে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করলেও চাহিদাপূরণ সম্ভব নয়।

বঙ্গ ক্রিকেটের সদস্য, ক্লাব ও বিভিন্ন অনুমোদিত সংস্থাগুলিকে আজ থেকেই টিকিট দেওয়া শুরু হয়েছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামার পরও বেশ ভিড় ছিল সিএবি–র অন্দরে। কারণ, বেশিরভাগ সদস্যই টিকিট পেলেও চাহিদার তুলনায় তা পর্যাপ্ত নয়। সিএবি–র এক কর্তা নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, 'কী আর করা যাবে। এই ম্যাচ নিয়ে টিকিটের হাহাকার অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। এমন চলবে আরও কয়েকদিন।'

বিশ্বকাপের মোট পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার আসন্ন ম্যাচটিকেই নিউক্লিয়ার আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নিটফল, যা হওয়ার তাই। উৎসবের মরশুম শেষে ক্রিকেট উৎসবজুড়ে টিকিটের হাহাকার।

আগামীকাল মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে রোহিতদের। সেই ম্যাচেও ভারত জিতে গেলে টানা সাত ম্যাচ জিতে শুক্রবার সন্ধ্যায় কলকাতায় পা রাখবে টিম ইন্ডিয়া। অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ছন্দে থাকা দলের ম্যাচ মাঠে হাজির হয়ে চাক্ষুষ করার সুযোগ কে আর ছাড়তে চায়।

### টিকিটের হাহাকার, তৈরি ইডেন

ময়দান চত্বরে হাজির হলেই টের পাওয়া যাচ্ছে টিকিটের হাহাকার কাকে বলে। সঙ্গে প্রবলভাবে শুরু হয়েছে টিকিটের কালোবাজারি। গতকালই ২৫০০ টাকার টিকিট ১১ হাজার টাকায় বেচতে গিয়ে ধরা পড়েছেন কয়েকজন। বঙ্গ ক্রিকেটের শীর্ষকর্তারাও এমন ঘটনায় বিস্মিত। কিন্তু রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়ার ক্যারিশ্মাই যে এমন। যার সঙ্গে কোনওকিছুরই তুলনা হয় না। ২০১১ সালের পর ইডেন গার্ডেন্সে একদিনের বিশ্বকাপের ম্যাচ হচ্ছে। ঘরের মাঠে রোহিত–বিরাট কোহলিদের টানা ছয় ম্যাচে জয় টিম ইন্ডিয়ার তৃতীয়বার বিশ্বজয়ের সম্ভাবনা ও স্বপ্ন উসকে দিয়েছে। তাছাড়া ইডেনে

### সিএবি–কে তলব ময়দান থানায়

সিএবি ও বিসিসিআইয়ের বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ আনলেন এক ক্রিকেটপ্রেমী। ময়দান থানার পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। তাঁর মতে, সিএবি ও বিসিসিআইয়ের কিছু আধিকারিকেরা সাধারন মানুষের জন্য বরাদ্দ টিকিটের একটি বড় অংশ অনলাইন টিকিট সংস্থার সাহায্যে অনৈতিকভাবে সরিয়ে রাখে। যা পরে কালোবাজারিদের কাছে বিক্রি করা হয়।

# সেমিফাইনালের আরও কাছে দক্ষিণ আফ্রিকা

**পুনে, ১ নভেম্বর :** শুরুতে ব্যাটিং করে বড় রানের বোঝা প্রতিপক্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে দাও–চলতি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার সাফল্যের ইউএসপি। বুধবারও সেই চেনা স্ট্র্যাটেজি কাজে লেগে গেল প্রোটিয়াদের। নিটফল, নিউজিল্যান্ডকে ১৯০ রানে উড়িয়ে সেমিফাইনালের আরও কাছে পৌঁছে গেল টেম্বা বাভুমা ব্রিগেড।

চলতি বিশ্বকাপে রানতাড়া করতে নেমে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে হেরেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। পাকিস্তান ম্যাচে ২৭০ রান তুলতে গিয়ে নয় উইকেট পড়ে গিয়েছিল বাভুমাদের। সেখানে এদিন পুনের এমসিএ স্টেডিয়ামের পাটা পিচে নিউজিল্যান্ডের কার্যনির্বাহী অধিনায়ক টম ল্যাথাম টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিশেষজ্ঞরা অবাক হয়েছিলেন। ল্যাথামের সিদ্ধান্তকে মর্যাদা দিয়ে প্রথম স্পেলে ট্রেন্ট বোল্ট আটোসাঁটো বোলিংয়ে প্রোটিয়াদের আটকে রেখেছিলেন। অধিনায়ক বাভুমা (২৪) আবারও ব্যর্থ হন। কিন্তু হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ম্যাট হেনরি নিজের ষষ্ঠ ওভারের মাঝে মাঠ ছাড়ায় কিউয়ি



*শতরানের পর কুইন্টন ডি কক।*

বোলিংয়ের তাল কেটে যায়। যার সুযোগ দুই হাতে নেন ম্যাচের সেরা রাসি ভ্যান ডার ডুসেন (১৩৩) ও স্বপ্নের ফর্মে থাকা ওপেনার কুইন্টন ডি কক (১১৪)। তাদের ২০০ রানের পার্টনারশিপ দক্ষিণ আফ্রিকার বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। চলতি বিশ্বকাপে চতুর্থ শতরান করে এক আসরে সর্বাধিক তিন অঙ্কের রান করার দৌড়ে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন তারকা কুমার সাঙ্গাকারাকে ছুঁয়ে ফেললেন ডি কক। এবারের বিশ্বকাপে প্রোটিয়া ব্যাটাররা আটটি সেঞ্চুরি করে ফেললেন। যা একটি একটি বিশ্বকাপে যুগ্ম সর্বাধিক। শেষদিকে ডেভিড মিলারের (৩০ বলে ৫৩) আতশি ব্যাটিংয়ে প্রোটিয়ারা ৩৫৭/৪ স্কোরে পৌঁছে যায়। এবারের বিশ্বকাপে ৮২টি ওভার বাউন্ডারি হয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকার। যা ওডিআই বিশ্বযুদ্ধের আসরে সর্বাধিক।

রানতাড়ায় নেম কেশব মহারাজ (৪৬/৪), মার্কো জানসেনদের (৩১/৩) সামনে কিউয়ি ব্যাটিং কখনই স্বস্তিতে ছিল না। গ্লেন ফিলিপস (৬০), উইল ইয়ং (৩৩) চেষ্টা করলেও হারের হ্যাটট্রিক বাঁচাতে পারেননি। নিউজিল্যান্ড ৩৫.৩ ওভারে ১৬৭ রানে অলআউট হয়ে যায়।

# চ্যাম্পিয়ন জলপাইগুড়ি

**জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর :** অনূর্ধ্ব–১৭ আন্তঃবিদ্যালয় রাজ্য ব্যাডমিন্টনে সার্বিকভাবে চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ি জেলা। রানার্স উত্তর ২৪ পরগনা। মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন জলপাইগুড়ি। রানার্স হুগলি। মেয়েদের ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন–দুই বোন সোনিকা বণিক ও সাইনা বণিক। তারা হুগলির ঈষিকা দাস–মহিমা দাসকে হারিয়েছে। মেয়েদের সিঙ্গলসে রানার্স সোনিকা। চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কলকাতার সৃজা সেন। তৃতীয় হাওড়ার অরিভা চক্রবর্তী। জলপাইগুড়ির পয়েন্ট ১৬ ও উত্তর দিনাজপুরের পয়েন্ট ১৫। ১৫ পয়েন্ট নিয়ে ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন উত্তর ২৪ পরগণা। রানার্স হয়েছে পশ্চিম বর্ধমান। তাদের পয়েন্ট ১২। ছেলেদের সিঙ্গলসে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে পশ্চিম বর্ধমানের ঈষান হালদার এবং উত্তর ২৪ পরগণার ঋতব্রত চক্রবর্তী ও রূপম মজুমদার। ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন ঈষান– সৌয়ান সিং। রানার্স ঋতব্রত–রূপম। পুরস্কার তুলে দেন জলপাইগুড়ি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) শ্যামল চন্দ্র রায়, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি লক্ষ্যমোহন রায়, জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের কার্যনির্বাহী সভাপতি বিধায়ক খগেশ্বর রায় প্রমুখ।

# অ্যাওয়ে ম্যাচে ফের তিন পয়েন্ট বাগানের

**জামশেদপুর এফসি–২**
**(সানান ও স্টিভ)**
**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট–৩**
**(সাদিকু, লিস্টন ও কিয়ান)**

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

**কলকাতা, ১ নভেম্বর :** বক্সের বাইরে বেরিয়ে এসে এদিনের খেলার নায়ক সাহাল আব্দুল সামাদকে যিনি ট্যাকল করে লাল কার্ড দেখলেন ম্যাচের সেই খলনায়ক টিপি রেহনেশের জায়গায় বিশাল যাদবকে নামাতে হল মহম্মদ সানানকে তুলে নিয়ে। অথচ এদিন নায়ক হতে পারতেন এই বছর উনিশের ছেলেটিই।

তার বদলে ৬৭ মিনিট থেকে সানানের দলকে খেলতে হল ১০ জনে। আবার ম্যাচ যখন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পকেটে তখনই ফের

### লড়াই করল ১০ জনের জামশেদপুর

১০ জনের জামশেদপুর এফসি–র ম্যাচে ফেরা। এসব কারণেই বোধহয় বলা হয় ফুটবল জীবনের মতোই অনিশ্চিত। নাটকীয় ম্যাচে শেষপর্যন্ত জয়ের ফলে চার ম্যাচের পর লিগ শীর্ষে মোহনবাগান।

জয় এল বলেই এদিন ম্যাচ শেষে হুয়ান ফেরান্দো বলতে পারলেন, 'আমার দলে কে আছে কে নেই, এটা নিয়ে যে ভাবি না সেটা শুধুই কথার কথা নয়। দলে ৩৫ জন ফুটবলার আছে। প্রত্যেকে তৈরি খেলার জন্য।' এদিন বিদেশি বাছাইয়ের কাজ তাঁর পক্ষে সহজ হয়ে যায় হুগো বৌমৌস ও জেসন কামিন্স না থাকায়। শুরুতে সবুজ–মেরুন ডিফেন্সকে অরক্ষিত লাগছিল। সানান একাই চাপে ফেলেন ব্রেন্ডান হামিল–হেক্টর ইউসতে–শুভাশিস বসুদের। এই নড়বড়ে সময়ে একা চেষ্টা করছিলেন সাহাল। তাঁর জন্যই ম্যাচে ফেরে মোহনবাগান। আর্মান্দো সাদিকু আইএসএলে তাঁর প্রথম গোলটা পেলেন। সাহালের ডিফেন্সচেরা থ্রু ধরে মনবীর সিং মাইনাস করলে বক্সে দাঁড়িয়ে থাকা সাদিকু বাঁ পায়ে সুন্দর প্লেসিং করেন। আর দ্বিতীয় গোলে দুই বছর আগের লিস্টন কোলাসোর ঝলক দেখা গেল। বল ধরে ছোট ছোট ডজে প্রতিপক্ষকে বোকা বানিয়ে বক্সের মাথা থেকে নেওয়া তাঁর ডান পায়ের ভলি রেহনেশ কিছু বোঝার আগেই জালে জড়িয়ে যায়। ম্যাচের পর বললেন, 'আমি খুব খুশি। এই গোল আমার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। এবার নতুন পজিশন উইং হাফ হিসাবে ডিফেন্সও করতে হচ্ছে। নতুনকিছু শিখছি।' তিনিই হলেন ম্যাচের সেরা। যদিও সাহালই আসল নায়ক। বসুন্ধরা কিংসের বিরুদ্ধে ড্র করার পর এদিন কিন্তু শুরুটা ভয়ংকর নড়বড়ে। শেষেরদিকেও ১০ জনের জামশেদপুর যা চাপে ফেলল, তাও চিন্তার। আনোয়ার আলির অভাবটা বোঝা যাচ্ছিল। আশিক কুরুনিয়ানের চোটের পর হাতে তবু কোলাসো ছিলেন। দলের শেষ গোল বছর দুই আগের ডার্বি হিরো কিয়ান নাসিরির। ৮১ মিনিটে অনিরুদ্ধ থাপার থ্রু এবং মনবীরের পাস থেকে গোল তাঁর। তখনই তিন পয়েন্ট নিশ্চিত মনে হলেও ফের জামশেদপুরের পেনাল্টি পাওয়া জমিয়ে দেয়। তবে শেষরক্ষা হয়নি।

ম্যাচের শুরুটা সানানের। ৭ মিনিটে ইউসতে হেড বক্সের সামনেই পড়লে বাইরে বেরিয়ে এসে বিশাল কেইথ ক্লিয়ার করতে যান। তিনি কিছু করার আগেই শুভাশিস বল বার করার চেষ্টা করলে তা চলে যায় সানানের পায়ে। তিনি ওখান থেকেই বাঁ পায়ের কোনাকুনি শটে দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে অসাধারণ গোল করেন। ৫৮ মিনিটে সিনহোর হেড দুর্দান্ত বাঁচান কেইথ। কিন্তু তাঁর জন্যই ৮৫ মিনিটে পেনাল্টি পায় জামশেদপুর। তিনি বেরিয়ে আসায় স্টিভ আমরিকে বক্সের মধ্যে ট্যাকল করতে বাধ্য হন ইউসতে। পেনাল্টি থেকে ৩–২ করে খেলা জমিয়ে দেন স্টিভ। তাঁর কাউন্টারপার্ট অবশ্য ৬৬ মিনিটেই ম্যাচটা প্রায় তুলে দেন মোহনবাগানের হাতে। রেহনেশ লাল কার্ড দেখলেন বল নিয়ে আগুয়ান সাহালকে বক্সের বাইরে এসে সরাসরি পায়ে ট্যাকল করার জন্য। তবে এই পরিস্থিতিতে রেফারি শেষ অবধি না দেখে আগেই ফ্রি কিকের বাঁশি বাজিয়ে দেন। অথচ বল পেয়ে যাওয়া সাদিকুর শট গোলে গেলেও সেটা আর রেফারি যে দিলেন না, সেটা তাঁরই শেষমুহূর্ত অবধি অপেক্ষা না করার ভুল। তবে ১০ জন হয়েও কিন্তু জামশেদপুরের আক্রমণ মনে রাখার মতো।

**মোহনবাগান : বিশাল, হামিল, ইউসতে, শুভাশিস, মনবীর, সাহাল, গ্লেন (কিয়ান), অনিরুদ্ধ, লিস্টন, দিমিত্রিস (সুহেল) ও সাদিকু (আশিস)।**



*জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে গোলের পর মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের লিস্টন কোলাসো। বুধবার।*



# এটাই আমার শেষ ব্যালন ডি'অর : মেসি

**প্যারিস, ১ নভেম্বর :** সোমবার নিজের কেরিয়ারের অষ্টম ব্যালন ডি'অর জিতে ইতিহাস গড়েছেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসি। তবে ফুটবল রাজপুত্র লিওনেল মেসি মনে করেন, এটাই তাঁর শেষ ব্যালন ডি'অর। তিনি বলেছেন, 'আমি ব্যালন ডি'অর নিয়ে চিন্তাভাবনা করা অনেক দিন আগেই ছেড়ে দিয়েছি। আমি আগেই জানিয়েছিলাম, ব্যালন ডি'অর পুরস্কার আর আমার কাছে প্রাধান্য পায় না। আমি মনে করি এটাই আমার শেষ ব্যালন ডি'অর পুরস্কার এবং আটটি ব্যালন ডি'অর জয়ী খেলোয়াড় হতে পেরে আমি খুশি।'

শুধু ব্যালন ডি'অর নয়, বিশ্বের সর্বকালের সেরা ফুটবলার মুখ খুলেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়েও। তিনি বলেছেন, 'এটা তথাকথিত যুদ্ধ ছিল। আমরা পরস্পরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি যা খেলার পক্ষে সবসময়ই ভালো ছিল। রোনাল্ডো সবসময় চেয়েছে সবাইকে হারিয়ে সবকিছু জিততে। এটা আমাদের জন্য খুব সুন্দর সময় ছিল। আমি মনে করি আমরা যা করেছি তা খুব প্রশংসনীয় ছিল।'

## র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে শাহিন

# 'রেকর্ড গড়াই হয় ভাঙার জন্য'

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ নভেম্বর :** এক লাফে নয় ধাপ!

সঙ্গে দ্রুততম হিসেবে উইকেটের সেঞ্চুরি। পাকিস্তানের একদিনের বিশ্বকাপ অভিযান জমে উঠেছে বাঁহাতি পেসার শাহিন শা আফ্রিদির হাত ধরেই।

৭ ম্যাচে ১৬ উইকেট। পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে পৌঁছাতে পারবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু যদি বাবর আজমরা শেষ চার নিশ্চিত করতে পারেন, তাহলে শাহিনের কৃতিত্ব থাকবে সবচেয়ে বেশি। নিয়মিত উইকেট নিচ্ছেন। দলকে ভরসা দিচ্ছেন। আর তার মধ্যেই আজ একদিনের ক্রিকেটে বোলারদের র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেলেন তিনি। সাম্প্রতিককালে নয় ধাপ এগিয়ে র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থান দখলের নজির নেই। সেই কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলার পরও শাহিন একেবারেই মাটির মানুষ।

গতকাল ইডেন গার্ডেন্সে বাংলাদেশকে হারিয়ে বিশ্বকাপে ঘুরে দাঁড়িয়েছে পাকিস্তান। আজ দুপুরের দিকে কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরু পৌঁছে গেল পাকিস্তান। সেখানে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে বাবরদের। সেই ম্যাচের আগে শাহিন বোলারদের র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে পৌঁছানোর পাশে ওপেনার ফখর জামানের ফর্ম ভরসা দিচ্ছে পাকিস্তানকে। যদিও ফখরের চেয়েও অনেক বেশি আলোচনার কেন্দ্রে এখন শাহিন। সোশ্যাল দুনিয়ায় তাঁকে ইতিমধ্যেই ওয়াসিম আক্রাম বলে ডাকা শুরু হয়েছে। এতসবের পরও শাহিন অবশ্য বিন্দাস। আবেগহীন। গতরাতে ইডেন ছাড়ার আগে দীর্ঘদেহী পাক পেসার বলেছেন, 'রেকর্ড গড়াই হয় ভাঙার জন্য। তাই আমি আজ কী রেকর্ড করেছি, আগামীদিনে কী করব, সেসব নিয়ে বেশি ভাবি না। আমার কাজ বল হাতে দলকে ভরসা দেওয়া। বিপক্ষের উইকেট নেওয়া। সেই কাজটাই করে যাচ্ছি।'

চোটের কারণে নাসিম শা বিশ্বকাপে নেই। তাই শাহিনের উপর পাক টিম ম্যানেজমেন্টের নির্ভরতা বেড়েছে। সঙ্গে রয়েছে পাক ক্রিকেটের অন্দরের তুমুল বিতর্ক। আজ ফের প্রাক্তন ক্রিকেটার শাহিদ আফ্রিদি পিসিবি–র প্রধান জাকা আশরাফকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। নিজের কাজটা মন দিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছেন। শাহিন অবশ্য এসব বিষয় নিয়ে ভাবলেশহীন। পাক পেসারের কথায়, 'আমি এবং হ্যারিস রউফ সবসময় বোলিং বৈচিত্র্য বজায় রেখে মাঠে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। বাকিটা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। বিশ্বকাপে মাঝের সময়টা আমাদের ভালো যায়নি ঠিকই। কিন্তু বাংলাদেশ ম্যাচে জেতার পর আমরা ফের শেষ চারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি।'

# চোটে ফের বাইরে সিন্ধু

**হায়দরাবাদ, ১ নভেম্বর :** বছরটা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না পিভি সিন্ধুর। চোট কাটিয়ে ফেরার পর আন্তর্জাতিক মঞ্চে চলতি মরশুমে



একটিও শিরোপা জেতেননি তিনি। সম্প্রতি ফ্রেঞ্চ ওপেনে দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে ফের হাঁটুতে চোট পেয়ে ওয়াকওভার দেন হায়দরাবাদি শাটলার। সেই নিয়ে বুধবার সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'ফ্রান্স থেকে ফিরে স্ক্যান করার পর দেখা গিয়েছে বাঁ হাঁটুতে চোট রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ানোই শ্রেয় ছিল।'

দ্বিতীয় রাউন্ডে থাইল্যান্ডের সুপানিদা কাটেথংয়ের বিরুদ্ধে ২১–১৮ ফলে প্রথম গেম জেতার পর দ্বিতীয় গেমের শুরুতেই চোট পান সিন্ধু। এই মুহূর্তে তাঁর সামনে দুইটি চ্যালেঞ্জ। প্রথমত, দ্রুত চোট সারিয়ে কোর্টে ফেরা। দ্বিতীয়ত, ২০২৪ সালের অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জন। এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, 'চিকিৎসকরা কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এই সময়টা আমায় অলিম্পিকের জন্য ফোকাস করার সুযোগ করে দিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি কোর্টে ফিরব।'


হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড
(একটি মহারত্ন কোম্পানি)

পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি টাউনে জমি আবশ্যক

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় জলপাইগুড়ি টাউনের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থানে ডিস্ট্রিক্ট রেগুলেটিং স্টেশন (ডিআরএস) স্থাপনের জন্য হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড–কে দীর্ঘমেয়াদী লিজে প্রদানের জন্য জমির উপযুক্ত প্লটের সম্পূর্ণ এবং একান্ত মালিকগণ অথবা সহ–মালিকগণের কাছ থেকে দুই বিড সিস্টেম অর্থাৎ (ক) কারিগরী বিড (খ) আর্থিক বিড–তে সিল করা প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখের পূর্বে মালিকগণের সাথে বিক্রয়ের জন্য নিবন্ধিত চুক্তিতে আবদ্ধ পার্টিগণও আবেদন করতে পারবেন।

বিস্তারিত বিজ্ঞাপন আমাদের ওয়েবসাইটঃ www.hindustanpetroleum.com (open path: Our Businesses-HP Natural Gas & Renewables-City Gas Distribution Networks)–তে পাওয়া যাবে। প্রস্তাব জমা করার শেষ তারিখ হল ১৭.১১.২০২৩ তারিখ বিকেল ৫টা।

/hpcl | /hpcl | /hpcl www.hindustanpetroleum.com



বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা



পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা অপূর্ব মণ্ডল - কে 13.09.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 71J 12098 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য এটি উপলব্ধ একটি অনন্য সুযোগ। এটির জন্য খুবই সামান্য পরিমান টাকার প্রয়োজন। আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য আমরা অন্য কোনো বিকল্প বা উৎস খুঁজে পাচ্ছি না যা আমাদের কোটিপতি করে তুলবে। এই অনন্য সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার ও তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দিতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।



₹২.৫০ কোটির সদ্য বিজেতা

ডিয়ার ৫০০ মান্থলি লটারি তে



মঞ্জুশ্রী সঞ্জয় ডোলে
মুম্বাই, মহারাষ্ট্র
ড্র এর তারিখ:১২.০৮.২০২৩
টিকিট নং : ৬৪৬৭৮৩

এখন বিক্রি চলছে!
NAGALAND STATE LOTTERIES
ডিয়ার ৫০০ স্যাটারডে উইকলি লটারি
ড্র এর তারিখ ০৪-১১-২০২৩ রাত্রি ৮ টা থেকে
গ্যারান্টিড
বিজয়ীর জন্য প্রথম পুরস্কারের পরিমাণ
₹২.৫০ কোটি
প্রথম পুরস্কার ড্র হবে শুধুমাত্র বিক্রি হওয়া টিকিটের মধ্যে
MRP ₹৫০০ "আরও অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার"
বিশদে জানতে ফোন করুন (টোল ফ্রি): 1800 103 6711 (WB)



সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in